দৈনিক ইত্তেফাক

2-9-2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মৌন মিছিল করেন —মীর মহিউদ্দিন সোহান ও আজিজুর রহীম

শিক্ষক সমিতির মৌন মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ শামসুন্নাহার হলে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর পুলিশের তাণ্ডবের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্যরা গতকাল রবিবার সকাল ১১টায় বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে মৌন মিছিল বের করেন। শিক্ষক ক্লাব থেকে দেড় শতাধিক শিক্ষকের একটি মিছিল অপরাজেয় বাংলা, টিএসসি, দোয়েলচত্বর প্রদক্ষিণ করে

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষক সমিতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরীফউল্লাহ ভুঁইয়া বলেন, আপনারা অবগত আছেন কোন্ পরিস্থিতিতে আমরা মাঠে নেমেছি। বর্তমান সরকারের লেলিয়ে দেয়া কুকুর আমাদের প্রিয় ছাত্রীদের ওপর যে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে ১৯৭১ সালের পর এমনটি আর হয়নি। তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের ৯ মাসে যা হয়েছে----। এই কথা বলার সাথে সাথে কয়েকজন মহিলা শিক্ষক বলেন, আমরা রাজনৈতিক বক্তব্য শুনতে চাই না। এটি কোন রাজনৈতিক সভা নয়। এই বক্তব্য দিলে আমরা চলে যাব। শরীফউল্লাহ ভুঁইয়া এ সময় তা [illegible] কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দিয়ে প্রস[illegible]বর্তন করে বলেন, গ্রেফতারকৃত ছাত্র[illegible] মুক্তি দিতে হবে। মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। আহত ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে হবে। তিনি অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানান। বাংলা বি[illegible] ডঃ আনিসুজ্জামান বলেন, আমরা [illegible] আমাদের নিজেদের বিবেকের কাছে এ[illegible] এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যা করেছে তা নি[illegible] ডঃ হুমায়ুন আজাদ বলেন, আমরা স[illegible] মর্মাহত। ছাত্রী হলে হামলা বাংলার ই[illegible] একটি কলংকজনক অধ্যায়। আ[illegible] প্রতিপক্ষকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হ[illegible] আমাদের আন্দোলন চলবে যতদিন না কর্তৃপক্ষের বিবেক জাগ্রত হয়। মৌন মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক একে আ[illegible] চৌধুরী, অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, ড[illegible]র রশীদ, ডঃ শাহাদাৎ আলী, ডঃ সৈ[illegible] আনোয়ার হোসেন, ডঃ নজরুল ই[illegible] ডঃ আ আমস আরেফিন সিদ্দিকী, ডঃ মেজবাহউদ্দীন আহম্মদ, ডঃ আমিনুর রশীদ, অধ্যাপক আবুল কালাম, মেজবাহ কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সকালে ডঃ আমিনুর র[illegible] কয়েকজন শিক্ষক মৌন মিছিলে [illegible] গেলে নীলক্ষেতের মোড়ে পুলিশ ত[illegible] বাধা দেয়।